https ://www.asram.org/texts/theologyBg.html

পুরাতন নিয়মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

- বাইবেলের পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তালিকা -

পুরাতন নিয়মের হিব্রু ও গ্রীক পাঠ্যদ্বয়

নূতন নিয়মের উদ্ভবের প্রাক্কালে বাইবেল বলতে পুরাতন নিয়মই বোঝাত। সেসময় পুরাতন নিয়মের দু'টো পাঠ্য প্রচলিত ছিল, তথা হিব্রু পাঠ্য ও গ্রীক পাঠ্য যা আজকালে সাধারণত হিব্রু বাইবেল ও গ্রীক বাইবেল বলে পরিচিত।

উভয় বাইবেলের পুস্তক-তালিকা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে স্মরণ করা উচিত যে, সেসময় বহু ধর্মীয় লেখা প্রচলিত ছিল, ও সেগুলোর মধ্যে যেগুলো অধিক সম্মাননীয় বলে গণ্য ছিল, সেগুলোই হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল দু'টোতে স্থান পেল।

আনুমানিক ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি, **হিব্রু বাইবেলের** পুস্তকগুলো তিন ভাগে বিভক্ত; ও সেই পুস্তকগুলো কেবলমাত্র হিব্রু বা আরামীয় ভাষায় লেখা:

১। תורה (তোরাহ্) অর্থাৎ শিক্ষা বা বিধান: আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ। মোট ৫টা পুস্তক।

[প্রকৃতপক্ষে হিব্রু বাইবেলে এই ৫টা পুস্তকের নাম প্রতিটি পুস্তকের প্রথম শব্দ দ্বারা চিহ্নিত। সেই অনুসারে: בְּרֵאשִׁית (বেরেশিৎ, 'আদিতে যখন'), שְׁמוֹת (শেমোৎ, 'তাঁদের নাম'), וַיִּקְרָא (বাইক্রা, 'আর তিনি বললেন'), בְּמִדְבַּר (বেমিদ্‌বার, '(সিনাই) মরুপ্রান্তরে'), דְּבָרִים (দেবারিম, '(এই সমস্ত) কথা')]।

২। נְבִיאִים (নেবিইম) অর্থাৎ নবীগণ:

ক। পূর্বকালীন নবীগণ: যোশুয়া, বিচারকগণ, শামুয়েল (১ ও ২), রাজাবলি (১ ও ২)। মোট ৬টা লেখা যা ৪টা পুস্তক বলে গণিত।

খ। পরবর্তীকালীন নবীগণ: ইশাইয়া, যেরেমিয়া, এজেকিয়েল, ২য় শ্রেণিভুক্ত ১২জন নবী (হোশেয়া, যোয়েল, আমোস, ওবাদিয়া, যোনা, মিখা, নাহুম, হাবাকুক, জেফানিয়া, হগয়, জাখারিয়া, মালাখি)। মোট ১৫টা লেখা যা ৪টা পুস্তক বলে গণিত।

৩। כְּתוּבִים (কেতুবিম) অর্থাৎ লেখাসমূহ: সামসঙ্গীত-মালা, যোব, প্রবচনমালা, রুথ, পরম গীত, উপদেশক, বিলাপ-গাথা, এস্থার, দানিয়েল, এজরা-নেহেমিয়া, বংশাবলি (১ ও ২)। সামসঙ্গীত-মালা 'লেখাসমূহ' -এর প্রথম পুস্তক হওয়ায়, পুরো লেখাসমূহ 'সামসঙ্গীত-মালা' বলেও অভিহিত (লুক ২৪:৪৪ দ্রঃ)। মোট ১৩টা লেখা যা ১১টা পুস্তক বলে গণিত।

সুতরাং, হিব্রু বাইবেলের পুস্তকগুলোর সর্বমোট সংখ্যা ৩৯টা লেখা যা ২৪টা পুস্তক বলে গণিত, ও এমনভাবে সাজানো যা আজকালের সাজানো (পঞ্চপুস্তক, ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি ইত্যাদি) থেকে

ভিন্ন (নিচে দ্রঃ)।

তথাপি স্মরণ করা উচিত যে, খ্রিঃপূঃ শতাব্দীগুলোতে হিব্রু বাইবেলে হয় তো অন্য অন্য পুস্তকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে শেষ কথা: আমরা যা 'হিব্রু বাইবেল' বলি, হিব্রু ভাষায় সেটার নাম উপরোল্লিখিত ৩ ভাগের প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠিত, তথা תנך (তানাক্: "তা" = তো-রাহ্, "না" = নে-বিইম, ও "ক" = কে-তুবিম), বা מקרא (মিক্রা) বলেও অভিহিত, যার অর্থ হলো 'পাঠ'।

অন্যদিকে, খ্রিঃপূঃ ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে অনূদিত **গ্রীক বাইবেল** ৪ ভাগে বিভক্ত ও তার মধ্যে ৫২টা পুস্তক গৃহীত। অর্থাৎ, হিব্রু বাইবেলের উপরোল্লিখিত পুস্তকগুলো ছাড়া এই বাইবেলে অতিরিক্ত এ ১৩টা পুস্তকও অন্তর্ভুক্ত: মানাশের প্রার্থনা, ১ম এজরা (যা হিব্রু বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত এজরা পুস্তক থেকে ভিন্ন), তোবিত, যুদিথ, মাকাবীয় বংশচরিত (১, ২, ৩, ৪), সাম ১৫১, শলোমনের প্রজ্ঞা, বেন-সিরার প্রজ্ঞা, বারুক, যেরেমিয়ার পত্র (যা ৬ষ্ঠ অধ্যায় হিসাবে বারুক পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত), শলোমনের সামসঙ্গীত-মালা। তাছাড়া, দানিয়েল পুস্তক ও এস্থার পুস্তকের নানা অংশ কেবল গ্রীক বাইবেলেরই অংশ-বিশেষ।

"আরিস্তেয়ার পত্র" নামক খ্রিঃপূঃ ৩য় বা ২য় শতাব্দীর একটা দলিলের বর্ণনা অনুসারে (১-৫০, ৩০১-৩২১ পদ), বাহাত্তরজন ইহুদী পণ্ডিত মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া শহরের নিকটবর্তী এক দ্বীপে সমবেত হয়ে বাহাত্তর দিনে 'বিধান' পঞ্চপুস্তক অনুবাদ করেন। এ ভক্তিমূলক লেখার ভিত্তিতে গ্রীক বাইবেল 'সত্তরী' বাইবেল বলেও অভিহিত। এক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত যে 'বাইবেল' প্রচলিত শব্দটা গ্রীক ভাষার βιβλία (বিব্লিয়া) থেকে আগত শব্দ যার অর্থ 'পুস্তকাদি'।

গ্রীক ভাষায় এই অনুবাদ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী, কেননা এটাই ছিল আদিমণ্ডলীর ব্যবহৃত বাইবেল।

খ্রিষ্টীয় বাইবেলের পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তালিকা

আদিমণ্ডলীকালীন পরিবেশ বেশির ভাগ গ্রীকভাষী পরিবেশ ছিল; তাই, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হলো, গ্রীক বাইবেলই ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত বাইবেল। আর যখন তারা দেখল, সেই ১৩টা গ্রীক লেখায় নূতন নিয়মের বেশ কয়েকটা ধারণা ধ্বনিত ছিল তখন আপনা আপনিই সেগুলো বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে গণ্য হল ও তাই বলে উপাসনায়ও ব্যবহৃত হল। আর যখন তারা দেখল, সেই ১৩টা গ্রীক লেখায় নূতন নিয়মের বেশ কয়েকটা ধারণা ধ্বনিত ছিল তখন আপনা আপনিই সেগুলো বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে গণ্য হল ও তাই বলে উপাসনায়ও ব্যবহৃত হল।

কালক্রমে, আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল, লাতিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদক সাধু যেরোম, এউসেবিউস ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, হিব্রু বাইবেলে তালিকাভুক্ত না হওয়ায় সেই ১৩টা গ্রীক লেখা খ্রিষ্টীয় বাইবেলে তালিকাভুক্ত রাখা উচিত কিনা।

কিন্তু এবিষয়ে উত্তর আফ্রিকার হিপ্পো রেগিউস-এ উদ্যাপিত আঞ্চলিক মহাসভা ইতিমধ্যে, ৩৯৩ সনে, বাইবেলের পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তালিকা স্থির করেছিল, যা কালক্রমে অন্যান্য লাতিন মণ্ডলীগুলোও মেনে নিল।

তালিকাটা, পুরাতন নিয়মের জন্য মোটামুটি গ্রীক বাইবেলের বিন্যাস-ব্যবস্থা অনুসরণ ক'রে ও গ্রীক বাইবেলের সেই উপরোল্লিখিত ১৩টা পুস্তকের মধ্য থেকে কেবল ৭টা সন্নিবিষ্ট ক'রে এভাবে বিন্যস্ত ছিল:

১। বিধান: আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ। মোট ৫টা পুস্তক (পঞ্চপুস্তক)।

২। ঐতিহাসিক পুস্তকগুলো: যোশুয়া, বিচারকগণ, রুথ, শামুয়েল (১ ও ২), রাজাবলি (১ ও ২), বংশাবলি (১ ও ২), এজরা, নেহেমিয়া, তোবিত, যুদিথ, এস্থার, মাকাবীয় বংশচরিত (১ ও ২)। মোট ১৬টা পুস্তক।

৩। কাব্য (প্রজ্ঞাধর্মী পুস্তকগুলো): সামসঙ্গীত-মালা, যোব, প্রবচনমালা, উপদেশক, পরম গীত, প্রজ্ঞা, বেন-সিরা। মোট ৭টা পুস্তক।

৪। নবীগণ: ইশাইয়া, যেরেমিয়া, বিলাপ-গাথা, বারুক, এজেকিয়েল, দানিয়েল, হোশেয়া, যোয়েল, আমোস, ওবাদিয়া, যোনা, মিখা, নাহুম, হাবাকুক, জেফানিয়া, হগয়, জাখারিয়া, মালাখি। মোট ১৮টা পুস্তক।

ফলে লাতিন মণ্ডলীগুলোর পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ছিল ৪৬।

অন্যদিকে, গ্রীক অর্থোডক্স মণ্ডলীর জন্য পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর সংখ্যা ৫২ হয়ে থাকল, কেননা তারা নিজ বাইবেলে উপরোল্লিখিত সেই ১৩টা পুস্তক গ্রহণ করেছিল।

১৬শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার বাইবেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন; তখন তিনি গ্রীক বাইবেলের সেই ১৩টা লেখা বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে সমর্থন না করলেও তবু তাঁর অনূদিত বাইবেলে সেগুলো ভক্তিপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করেন।

আজকালের অবস্থা

• **গ্রীক অর্থোডক্স মণ্ডলী** আজও গ্রীক বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পালন ক'রে সেই ১৩টা পুস্তকের মধ্য থেকে ৯টা বা পুরো ১৩টাই গ্রহণ করে থাকে। নূতন নিয়মের ২৭টা পুস্তক-সহ তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৫ থেকে ৭৯ পর্যন্ত হতে পারে।

• **কাথলিক মণ্ডলী** হিব্রু বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পালন ক'রে গ্রীক বাইবেলের সেই ১৩টা পুস্তকের মধ্য থেকে কেবল ৭টা পুস্তক গ্রহণ করে থাকে। নূতন নিয়মের ২৭টা পুস্তক-সহ তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৩।

• **অন্যান্য মণ্ডলীগুলো** হিব্রু বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পালন ক'রে যে যার অভিমত অনুসারে গ্রীক বাইবেলের সেই ১৩টা পুস্তক নিজ নিজ বাইবেলে স্থান দেয় বা দেয় না; আর সেই অনুসারে

নূতন নিয়মের ২৭টা পুস্তক-সহ তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৩ বা ৬৬। আর যে যে মণ্ডলী মার্টিন লুথারের অভিমত অনুসারে হিব্রু, যাকোব, যুদা ও ঐশপ্রকাশ পুস্তকচতুষ্টয় অপ্রামাণিক বলে গণ্য করে, তাদের বাইবেলের পুস্তকগুলোর মোট সংখ্যা ৭৩ বা ৬২ হতে পারে।

যারা গ্রীক বাইবেলের সেই ৭টা (বা ১৩টা) পুস্তক বাইবেলের প্রকৃত অংশ বলে মান্য করে, তাদের কাছে পুস্তকগুলো 'দ্বিতীয় কানুন অনুযায়ী' পুস্তকগুলো বলে অভিহিত; অন্যান্যদের কাছে পুস্তকগুলো 'গুপ্ত পুস্তকগুলো' (অর্থাৎ অপ্রামাণিক পুস্তকগুলো) বলে অভিহিত। যাই হোক, গ্রীক বাইবেলের গুরুত্ব সকলের দ্বারা স্বীকৃত, কেননা যখন নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে উল্লেখ করে (কমপক্ষে ৩০০ বার), তখন তিন ভাগের দুই ভাগ গ্রীক বাইবেলই অনুযায়ী পাঠ্য উল্লেখ করে।

অবশেষে, গত শতাব্দী থেকে একটি ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এগিয়ে চলছে যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর জন্য প্রকৃতপক্ষে হিব্রু বাইবেলের বিন্যাস-ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত (যেভাবে উপরে দেখানো হয়েছে)। আসলে আজকাল বেশ কিছু বাইবেল হিব্রু পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তকের পরে গ্রীক বাইবেলের সেই ৭টা বা ১৩টা পুস্তক যোগ ক'রে এই নবীন ধারা অনুসরণ করে।